OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 705 - 713
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রে কৃষকবিদ্রোহ

অদিতি রায়
Email ID : aditiroy.a2019@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Peasant Revolt, Permanent Settlement, bourgeois class, 19th century, Grambarta Prakashika, middle-class intellect, class conflict, newspapers.

Abstract

Agriculture has been the mainstay of the Indian and Bengali economy, yet farmers have historically been the most exploited and deprived class. Especially after the Permanent Settlement, the farmers of Bengal were utterly devastated. While one peasant revolt after another occurred from the late 18th century through the 19th century, the newly educated modern middle class did not support these uprisings. Bengali literature played a significant role in this indifference. Not only novels and plays but also prominent articles, periodicals, and newspapers spoke against the peasant struggles. In fact, most newspapers were patronized by the British Government or the landlord class. Moreover, both the writers and the readers belonged to the so-called 'bourgeois class'. So, the peasant crisis, discontent, and struggles were nothing more than the despoilment of a barbaric society to them.

This article aims to show how the educated Bengali society accepted British rule as a model of ideal governance and how the newly formed absentee landlord class consistently received support from writers and newspapers. Although the 19th-century Bengali intellectuals often tried to understand the suffering of the peasants, they could never transcend their own class boundaries and connect with them. Despite showing sympathy, they did not support any revolts except the Indigo Rebellion. Some newspapers, like Grambarta Prakashika and Satsanga, played a vital and exceptional role in expressing the true needs and crises of farmers' lives. However, the majority of newspapers and reports failed to represent social history impartially. As a result, the Santal Revolt was portrayed as a robbery, and the Barasat Revolt appeared as a communal riot in the news reports of the 19th century.

By highlighting various examples from Bengali newspaper reporting of that era, this article aims to show how class conflict developed in the Calcutta-oriented modern Bengal. While post-Chaitanya medieval literature emphasized the lives of common people, including farmers, this study will identify specific features illustrating how the modern Renaissance alienated the middle-class intelligentsia from the masses.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বাংলার নবজাগরণের শতক উনিশ শতক। সামাজিক অনুশাসনের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে নবচেতনার উন্মেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভাস্বরিত হওয়ার শতক। কিন্তু ইংরেজি ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত কলকাতা-কেন্দ্রিক 'আধুনিক' বাঙালিমানসের জাগরণের এই শতক কি সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায় নবনির্মিত নাগরিক-মধ্যবিত্ত সমাজ তথা বাঙালি মণীষাকে? পরমধ্যযুগের শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা ইত্যাদি কৃষক-সহ সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য উপাদান খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা কৃষক বিদ্রোহের এক জ্বলন্ত ক্ষেত্র হওয়ার পরেও উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য বেড়ে উঠল আপামর কৃষক জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রেখে। অথচ বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হল কৃষি এবং আবহমান কাল জুড়ে, বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে কৃষকদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে করুণ, শোষিত এবং অত্যাচারিত। ব্রিটিশ শাসকের লুণ্ঠনে, সম্পদের নির্গমনে, অবশিল্পায়নে, খাজনায় ও দাদনে বুভুক্ষু ভারতবর্ষে ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৯০১ অবধি ঘোষিত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ২৭। ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ – এই সাতচল্লিশ বছরে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত হিসাবে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার[১]। অথচ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কৃষককুলের অভাব, অভিযোগ জানানোর কোনো জায়গা ছিল না, তাই বার বার অসম সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। চরিত্রগত ভাবে তাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে, নায়েক বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, তন্তুবায়দের সংগ্রাম, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফরাজি আন্দোলন, বারাসাত বিদ্রোহ ইত্যাদি এমনকি অনেকের মতেই সিপাহী বিদ্রোহও বুভুক্ষু কৃষকদেরই সংগ্রাম। কিন্তু সাহিত্যের মূল স্রোত ছেড়ে যদি তৎকালীন সংবাদপত্রের দিকে তাকানো যায় তাহলে সেখানেও এই বিদ্রোহগুলি নিয়ে নিরপেক্ষ প্রতিবেদন চোখে পড়ে খুব কম। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলা সংবাদপত্রের কাছে বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক তথ্য কাম্য থাকে। কিন্তু এই আঞ্চলিক লড়াইগুলি কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ার জন্য এই সংবাদপত্রগুলিও কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিবেদনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরে তৎকালীন উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনের বিশেষ প্রবণতা চিহ্নিত করাই হবে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমাচার দর্পণ - ১৮১৮ সালে মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সমাচার দর্পণ। মিশনারি উদ্যোগে প্রকাশিত বলেই হয়ত সরাসরি সরকার বিরোধিতা এই পত্রিকা করেনি। জমিদারের শোষণ ও অত্যচার সম্পর্কেও কোন বিশেষ প্রতিবেদন পাওয়া যায়না। তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষকেই বিদ্রোহের মূল কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

সমাচার চন্দ্রিকা - ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮২২ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আত্মপ্রকাশ। কৌলীন্যপ্রথা ও জমিদার শ্রেণির পক্ষপাতী এই পত্রিকাটির একটাই ইতিবাচিক কাজ হল, নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। আসলে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ যতটা এর কারণ, কৃষক সহমর্মিতা ততটা নয়। জমিদার শ্রেণিকে এরা দ্বিধাহীন ভাবে সমর্থন করে গেছে।

সংবাদ প্রভাকর - বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর। জমিদারশ্রেণি দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই সংবাদপত্রে কৃষকমণ্ডলীর দুর্দশার জন্য সূর্যাস্ত আইনসহ সরকারি নীলাম সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে দায়ী করা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে, জমিদাররা নিঃস্ব, তারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কররে অসীম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত থাকেন এবং দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার বাকি খাজনার নালিশ উপস্থিত করেন না। তবে এরা মহাজন, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃষক-শ্রমে পুষ্টিবর্ধনের কথা উল্লেখ করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে এদের মনোভাব ছিল একেবারেই ইংরেজ পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের মতে, 'অসভ্য সাঁওতালরা' এ দেশের 'ভীরুস্বভাব, নির্দোষ' লোকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। সাঁওতালরা সংগ্রামপুরের নীলকুঠি লুট করলে এরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লিখছে এই বিদ্রোহ দমন যথার্থ ভাবে করা হয়নি। অসভ্য সাঁওতালরা পুনর্বার প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে এবং এক 'সাঁওতাল পত্নী' তাদের অধ্যক্ষা হয়ে বিদ্রোহ চালনা করছে, সরকার যেন অত্যাচারী সাঁওতালদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করে। এদের মতে নীলচাষিদের সর্বনাশের মূল হল নীলকর, রেশমকর, কুঠিয়ালেরা। নীলকরদের অত্যাচারকে তুলে ধরা হয়েছে স্পষ্ট ভাবে –

> "কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই হাল, মাল, ঘর, দ্বার, জরু, গোরু, লতা, তরু, ধান, গোলা, আদা, ছোলা, ধুচুনি, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি বাস্তু বৃক্ষ কিছুই রাখেনা। ... কুঠিয়ালরা অনেক জায়গায় 'ইজারাদার', 'পত্তনিদার', 'তালুকদার' হয়ে ঢোকেন ও সর্বনাশ করেন।...ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা বড় বড় ভদ্র ভদ্র সঙ্গতিসম্পন্ন প্রজাপুঞ্জের বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া উচ্ছন্ন দিয়া ভদ্রাসনে নীল বুনিয়া এককালীন গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দেন।"[২]

বলা হচ্ছে, বঙ্গদেশের পূর্ব ও উত্তর সীমানায় এমন অত্যাচার চলেছে যে দেখে মনে হয় এই রাজ্য যেন –

> "সুসভ্য, সুধার্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবরণমেন্টের রাজ্যই নহে...। আমরা যে সকল কথা শুনিতে পাই, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া লিখিতে সাহস হয় না।"[৩]

সরকার বিরোধিতা তো দুর, ইংরেজ সরকারের কোন বিকল্পের কথা পত্রিকাটি ভাবতেই পারেনি।

সত্যার্ণব - খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বাংলা পত্রিকাগুলির আক্রমণের জবাব দেবার জন্য ১৮৫০ এর জুলাই মাসে চার্চ অফ ইংলন্ডের মিশনারিদের পক্ষ থেকে জেমস লং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক সচিত্র পত্রিকা সত্যার্ণব সরকার-বিরোধিতা না করলেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং কৃষক তথা এদেশের দরিদ্র মানুষের পক্ষে, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। প্রতিবেদনে জমিদারদের অনুরোধ করা হয় নীচজাতির প্রতি দয়া প্রকাশ করতে। মাথট, সুদ, সুদের বোঝায় জমিদার, মহাজনরা কীভাবে প্রজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে সর্বস্ব হরণ করছে তার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে এই পত্রিকা।

বিবিধার্থ সংগ্রহ - রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনাকালে 'নীলদর্পণ' এর বিস্তৃত সমালোচনা (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) প্রকাশিত হয় যার ফলে সরকারের কোপ পত্রিকাটির উপর পরে। পরিণামে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সমাচার সুধাবর্ষণ - ১৮৫৪ সালে দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দি) এই দৈনিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন ধর্ম কর্ম বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী হলেও ইংরেজ রাজত্বের অবসান তাঁর কাম্য ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন করতে না পারলেও ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীদের দিল্লি ঘোষণাপত্র তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহকে এরা পরিবেশন করেছে অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা, অপহরণ, সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদির ঘটনা দিয়ে। ব্রিটিশ দমননীতিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সমর্থন করেছে। আবার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মেং লচ সাহেবের কত পরিশ্রম হয়েছে সেই বিষয়েও দুঃখ প্রকাশ করেছে। এমনকি সরকারি বিজ্ঞাপনও হরকরা থেকে এরা উদ্ধৃত করছে –

> "যে যে ব্যক্তি সাঁওতালদিগের রাজার মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাঁচ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যিনি তাহার অনুচরের শিরচ্ছেদন করিইয়া আনিবেন তাহাকেও প্রত্যেকের মস্তকের হিসাবে ১০০০ টাকা প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন।"[৪]

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরার পিছনে এরা রেলওয়ের সাহেব দ্বারা সাঁওতাল স্ত্রী অপহরণের ঘটনার উল্লেখ করেছে। কিন্তু সাঁওতাল স্ত্রীলোক অপহরণের ঘটনা যেন অতি সামান্য ঘটনা তাই তা সংক্রান্ত আর কোন সংবাদ বা সাঁওতালদের অসন্তোষের পিছনে দীর্ঘদিনের অত্যাচার নিয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বরং ওই একই প্রতিবেদনে এইভাবে লেখা হচ্ছে, -

> "পর্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না। ...অনল দ্বারা গৃহাদি ২০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ক্রোষ ব্যাপীয় দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি এই বিষয়ে ঐ অসভ্য পর্বতীয় লোকদিগকে বড় দোষি করিতে পারি না, বিবেচনা করিলে গবর্ণমেন্টের প্রতিই সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে কারণ নিকটস্থ কোন স্থানে সৈন্য থাকিলে কদাচ এরূপ হইত না।"[৫]

ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় মুগ্ধ এই পত্রিকা লিখছে, -

> "এ স্থলে প্রদেশস্থ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত ঢুগুড সাহবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ করিতে কদাপি বিমুখ হইব না। তিনি শারীরিক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও এ প্রদেশকে.... অবিনীত অসভ্য সাঁওতালদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।"[৬]

পত্রিকার মতে, -

> "সাঁওতালরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্বীজ"[৭]

এবং সরকারি ঘোষণা এই পত্রিকা তুলে দিচ্ছে যেখানে বলা হচ্ছে, অবিলম্বে এক সপ্তাহের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সরকার নিয়োজিত কর্মচারিদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের দলপতিগণের নাম প্রকাশ করলে তাদের শাস্তি হবে না। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে পদানত হয়ে সরকারি মুচলেকা সংগ্রহ না করলে যে কোন প্রকার দন্ড তাদের সরকার দেবে। এমনকি এরা এই বিদ্রোহের অরাজকতায় লর্ড ডালহৌসি সাহেব কীভাবে বিলেতের 'হেটস অফ কমেন্স' প্রতিনিধি সভায় মুখ দেখাবেন তা নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল।

এডুকেশন গেজেট - ১৮৫৬ সাল থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্র সরাসরি সরকার বিরোধিতা করেনি কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। লেখা হচ্ছে, -

> "...আমরাও গভরমেন্টকে আশীর্বাদ করি যেন তিনি পল্লীগ্রামের জমিদার হন। বাস্তবিক অনেক জমিদার যথেচ্ছাচার রাজগণের ন্যায় পল্লীগ্রামের প্রজাদের উপর এরূপ অত্যাচার করেন যে, গবরণমেন্ট তাহা জানিতে পারিলে তত্তৎ জমিদারি খাসমহলভুক্ত করিয়া ফেলিবেন।"[৮]

কিন্তু গবর্নমেন্ট কি জানেনা জমিদারদের যথেচ্ছাচার সম্পর্কে? তবে নিরন্ন কৃষকের প্রতি জমিদারের মাথটের অত্যাচার, সুদখোর মহাজনী শোষণ, চুনের গুদামে রুদ্ধ করে ধান খাইয়ে প্রজাকে অত্যাচার, পুকুরের অভাবে গ্রামীণ কৃষকদের জলকষ্ট ইত্যাদি সবই স্থান পেয়েছে পত্রিকার প্রতিবেদনে। কৃষকদের দুরাবস্থা দূরীকরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা তাদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পায়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে দাড়ি সেলামী ও জমিদারি নানা অত্যাচারের কথা এই পত্রিকা স্বীকৃত হলেও মূলত হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের অত্যাচার হিসেবেই এই বিদ্রোহকে তারা দেখিয়েছে। লেখা হচ্ছে –

> "জমিদার পক্ষের লোকেরা বলপূর্বক লোক ছাড়াইয়া মুসলমানদিগের প্রতি একটু অধিকমাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। মুসলমানরা অত্যাচার না দেখিয়া আপনদিগের উপাসনাগৃহে অগ্নিপ্রদান করিল।"[৯]

এই 'একটু অধিকমাত্রায় অত্যাচার' বাক্যাংশটি থেকেই বোঝা যায় তারা বিদ্রোহীদের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে ভাবিত ছিলনা।

সোমপ্রকাশ - ১৮৫৮ সালে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ দ্বারা সম্পাদিত এই পত্রিকা জমিদারদের 'সর্বশোষক' বলে উল্লেখ করে লিখছে, কৃষকদের চালে খড় নেই, ঘরে ভোজনপাত্র নেই, অর্ধাহারে বা অনশনে থেকেও তাদের জমিদারকে মাথট এবং মহাজনকে চড়া সুদে কর দিতে হয়। ভিটেছাড়া সর্বস্বান্ত ক্রীতদাস কৃষকেরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। জমিদার সম্পর্কে তারা জনপরম্পরা ব্যবহার করেছে, "যার ধন তার ধন নয়/ নেম মারে দই"। পত্রিকা থেকে জানা যায় জমিদাররা ফসলের তৃতীয়াংশ গ্রাস করে নিজেদের অর্থভাণ্ডার, নৃত্যশালার শোভাবর্ধন করছে। অর্থগৃধ্ন জমিদার জমির উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা না দেখেই বারবার আবওয়াব নেন ও জমির কর বাড়ান। শুধু জমিদার নয়, কর্তা, দেওয়ান, পাইক, পেয়াদা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সকলকেই কৌপীনধারী কৃষকদের পুজো করতে হয়। সোমপ্রকাশ শ্লেষ করে বলছে, "নীলকরই তো দেশশাসনের কর্তা"[১০] আবার ফরাজিরা কীভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে মঙ্গলা, সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া, গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে প্রজাদের প্রাণ সংকটময় করে তুলেছে তা উল্লেখ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দমন করতে পারছেনা কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সোমপ্রকাশ।

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা - গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ লিপিবিদ্ধ করতে ও সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৬৩ এর এপ্রিল মাসে হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় শুরু হয় এই পত্রিকা। জমিদারের অত্যাচারে পঙ্গু পল্লীসমাজের দুঃখ দুর্দশাকে বৃহত্তর জগতে প্রচার করার উদ্দেশ্য ছিল এই ব্যতিক্রমী পত্রিকার। পাবনার প্রজা বিদ্রোহেও এই পত্রিকা প্রজাদের সমর্থন করেছে। জমিদারদের অর্থসাহায্য নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁকে পাবনা বিদ্রোহের সময় জমিদার-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হলে তিনি জানান, -

> "গ্রামবার্তা জমিদার কি প্রজা কাহারও সপক্ষ বা বিপক্ষ নহে। অত্যাচার ও অসত্যের বিরোধিনী।"[১১]

এই পত্রিকাই একমাত্র পত্রিকা যারা নিয়মিত ভাবে স্থান কাল পাত্র উল্লেখ করে অত্যাচারিত প্রজাদের অবস্থাকে তুলে ধরেছে। যেমন, কোনো প্রজার একশত টাকা জরিমানা আদায়ের হুকুম হয়েছে কিন্তু এত পরিমাণ টাকা দরিদ্র প্রজার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় তার গৃহের একশত টাকা মূল্যের অলঙ্কার নিয়ে নেওয়া হয়েছে - এমন ঘটনার উল্লেখও আছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা - সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দেশীয়দের অবস্থা কতখানি হীন- তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার জন্য ১৮৬০ সালে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় গ্রামবাংলা থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথমদিকে এই পত্রিকা যখন মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত হত ততদিন জমিদারের অত্যাচার ও কৃষক-স্বার্থ নিয়ে এখানে লেখা প্রকাশিত হলেও, পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর এটি জমিদারশ্রেণির পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের পর পত্রিকাটির জমিদার-দরদী মনোভাব প্রতিবেদনে চোখে পড়ে। লেখা হচ্ছে, -

> "জমিদারগণকে গালি দেওয়া এক্ষণকার ফ্যাসসন। ...অবশ্য জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাগণ উচ্ছিন্ন গেল, কিন্তু ইহার মূল দায়ী ইংরাজি রাজনীতি। ...ইংরাজি আইনে প্রজা ও জমিদারের এইরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে উভয়ের ক্ষতি, লাভ কেবল গবরণমেন্টের। অতএব হয় গবরণমেন্ট জমিদারগণকে প্রজাদিগের সর্বময় কর্তা করিয়া দিউন, নতুবা প্রজাদিগকে রক্ষা করুন।"[১২]

তবে জমিদাররা সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য কর দিতে না চাইলে তার সমালোচনা এখানে প্রকাশিত হয়। স্বীকার করা হয় যে, নিঃস্বার্থ ভূম্যাধিকারী জগতে স্বল্প।

মিত্রপ্রকাশ - ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মিত্রপ্রকাশ' মূলত কবিতা প্রকাশ করত। এখানেই মাঘ, ১২৭৮ সংখ্যাতে তিতুমীর বিষয়ক একটি লোকগীতি প্রকাশিত হয়েছিল 'গ্রাম্যগীতি – বেলাড' শিরোনামে।[১৩] গানে তিতুমীরের পরিচালনায় 'ফকির ভাইরা' কীভাবে ইংরেজের সিপাহীদের সাথে লড়াই করে বিপদগ্রস্ত হল সেই বর্ণনা আছে। শেষে দেখানো হচ্ছে ইংরেজের হাত থেকে বাঁচতে শেষে কোম্পানির হুকুমে তারা নাপিত বাড়ি গিয়ে লম্বা দাড়ি কেটে ফেলছে। এই বেলাডে সহমর্মিতার অভাব, বিদ্রূপই বেশি।

সুলভ সমাচার - উমানাথ গুপ্তের সম্পাদনায় সুলভ খরচের জার্নাল ছিল সুলভ সমাচার, সাপ্তাহিকটি কৃষকদের করুন অবস্থা, জমিদারিপ্রথার অপব্যবহার ও শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহ ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে সোচ্চার হয়। এরা প্রজার দুর্দশা তুলে ধরার পাশাপাশি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করছে –

> "রাজার সঙ্গে প্রজার কি সেইরূপ সম্বন্ধ, যেমন বিদেশী পথিকের সহিত বোম্বেটের? কেবল নেওয়া ভিন্ন কি রাজার আর কোন কাজ নাই?"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা হলেও রাজার কাজের এমন প্রত্যক্ষ সমালোচনা বিরল। জমিদারের শোষণ সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে, -

> "দুগ্ধবতী গাভীর সহিত নিষ্ঠুর অর্থলোভী গোয়ালার যে রূপ সম্বন্ধ, আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারদের প্রজার সহিত ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ। টাকাপ্রার্থী গোয়ালা তাহার গোরু বাছুরের প্রাণের দিকে তাকায়ইনা, একমাত্র দুগ্ধদোহন চিন্তাই তাহার সর্বস্ব, স্বার্থপর জমিদারেরও প্রজার অর্থশোষণই একমাত্র ভাবনা।"[১৫]

১৭৯৩ সালের ৮ম আইনের ৫৪ ধারায় জমিদারদের বাজে আদায় বন্ধ করে দেওয়ার পরেও তারা কীভাবে বাজে আদায় নেওয়া অব্যাহত রেখেছে তা লিখতে গিয়ে এই পত্রিকা শ্রমোপজীবি গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানাতে ও সরকারের উপর আস্থা রাখতে বলেছে। কোন গ্রাম থেকে প্রেরিত একটি চিঠি যা সুলভ সমাচারের একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে গোয়ালবাড়িকে 'দ্বিতীয় যমালয়' বলা হচ্ছে।

> "তথায় যমদূত নগদীরা জুতা, কিল, লাথী মারিয়া বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে।"[১৬]

এই পত্রিকা থেকেই জানা যাচ্ছে যে, কলকাতায় কিছু ভদ্রলোক সামান্য লোকেদের উন্নতির জন্য 'প্রজাদের সভা' নামে একটি সভাস্থাপন করেছিলেন। এই উদ্যোগকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা হচ্ছে, ইতর প্রজাদের শিক্ষানীতি, সাংসারিক অবস্থা, অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির ভার তারা যেন গ্রহণ করে। দুইদিন পর যাতে বাঙ্গালির প্রচেষ্টা ভগ্নোদ্যম না হয়ে পড়ে আর বিষয়েও দৃষ্টিদানের কথা বলা হচ্ছে। বাস্তবিক 'সুলভ সমাচার' শুধু কৃষকদের দুরাবস্থার কথা নাগরিক পাঠককে জানানোই নয়, তাদের উন্নতির জন্য অন্তঃকরণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের বারবার চেষ্টা করেছে। অনৈতিক মাথটের দীর্ঘ তালিকা দুটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছিল। একটি ভারতসংস্কারক ও অন্যটি সুলভ সমাচার। 'জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' শিরোনামে এখানে মোট তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে যার ১লা আশ্বিন ১২৮০ এর তৃতীয় সংখ্যায় তারা জমিদারদের প্রতিজ্ঞা করতে অনুরোধ করেছে যাতে খাজনার উপর এক পয়সা প্রজার থেকে আদায় না হয়। লেখা হচ্ছে যে তারা ছোটলাট সাহেবের হাত ধরে বলছে যাতে কঠোর নিয়মে বাজে আদায় বন্ধ করা যায়। পাবনা বিদ্রোহ সম্পর্কে এই পত্রিকার অভিমত ছিল ব্যতিক্রমী। তাদের মতে, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বাড়লে মানবপ্রকৃতির নিয়মেই প্রজা অভ্যুত্থান ঘটে।

মধ্যস্থ - ১২৭৯ এর বৈশাখে 'নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক' হিসেবে নাট্যকার মনমোহন বসুর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা মধ্যস্থ। মধ্যস্থ নাম হলেও এর ঝোঁক ছিল প্রাচীনপন্থা ও রক্ষণশীলতার দিকে, তাই ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষ গোপন করার চেষ্টা যেমন পত্রিকাটির ছিলনা তেমন কৃষক বিষয়ে সমবেদনামূলক প্রতিবেদনও পাওয়া যায়না। পাবনা বিদ্রোহের হাঙ্গামা নিয়েও সম্পাদকের বিরূপতাই প্রকাশিত।

ভারতসংস্কারক - জমিদারদের অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১৮২০ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত ভারতসংস্কার। জমিদার বা ব্রিটিশ শ্রেণি কারো বিরুদ্ধেই বলতে তারা পরোয়া করেনি। লেখা হচ্ছে, -

> "জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ...এই স্রোতের প্রবলবেগে এক দিন হয়ত ঐ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থ শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হইয়া একটা বিষম বিপ্লবে পরিণত হইবে। সেই স্রোতে অনেক জমিদারের যথাসর্বস্ব ভাসিয়া যাইবে, অনেক প্রজার সর্বনাশ হইবে, কিন্তু চরমে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না।"[১৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদাররা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে কোন দায়িত্ব পালন করেনি তা নিয়ে এই সংবাদপত্র সোচ্চার হয়েছে। বলা হচ্ছে আদালত এমনকি দশ আইনের সহায়তায়ও জমিদাররা প্রজাপীড়ন করে। ক্যাম্বেল সাহেবের নাম উদ্ধৃত করে সরাসরি বলা হচ্ছে তিনি জমিদারদের অতিরিক্ত কর সংগ্রহের সুবিধা করে দিয়েছেন।[১৮] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে 'অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত'[১৯] বলে উল্লেখ করে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়নের আবশ্যকতা জানিয়েছে। বাজে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আদায় বা মাথটের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করে তারা জমিদারদের শোষণের স্বরূপ উল্লেখ করেছে। এমনকি এই পত্রিকাটি লিখেছে, -

> "সংবাদপত্র সকল জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, কেননা জমীদার ও তৎসম্পর্কীয় লোকেরা অধিকাংশই তাঁহাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক...প্রজাশ্রেণীর লোকেরা সংবাদপত্রের খবর রাখেনা।"[২০]

সাধারণী - ১২৮০ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধারণী সাপ্তাহিক পত্রিকা বারো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারের সমালোচনা করে গেছে। পরে ১২৯৩ এর বৈশাখ থেকে ১২৯৬ এর ভাদ্র পর্যন্ত এটি 'নব বিভাকর' পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে 'নব বিভাকর ও সাধারণী' নামে প্রকাশিত হত। সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা না থাকলেও বাবু কৃষ্ণদাস পাল জমিদারদের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন বঙ্গে প্রজারা সুখে আছে, তাই সাধারণী লেখেন, -

> "তাঁহার মতে এই যদি প্রজার সুখের অবস্থা হয়, তিনি দুঃখের অবস্থা মনে মনে কি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন বলিতে পারি না।"[২১]

বান্ধব - ১৮৭৪ সালে ঢাকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামে খ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ পরিচালিত বান্ধবের। তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে এই পত্রিকার যে প্রতিবেদন প্রাপ্ত হয় তাতে ফরাজিদের দ্বারা গ্রাম লুঠ, হিন্দু ও অন্যান্য মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারের বিবরণ ছাড়া বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। ফরাজিদের একতা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক লোকমুখে প্রচলিত ঘটনার কথা তুলে ধরেছে বান্ধব। বলা হচ্ছে সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গামার সময় ফরিদপুরের তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমানদিগের মন বোঝার জন্য ফরিদপুর জেলে বন্দী দুধু মিঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সরকারি বিপদের দিনে তিনি কত লোক দ্বারা সরকারকে সাহায্য করতে পারেন? তাতে নাকি দুধু মিঞা উত্তর করেছিলেন, -

> "যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া তিন দিনের জন্য মুক্তি দেন, তবে ওই তিন দিনে আমি প্রায় ত্রিশ সহস্র অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ করিতে পারি, যাহারা প্রত্যেকে আমার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব করিবে না।"[২২]

সৎসঙ্গ - ১২৯১ সালে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত এটিই একমাত্র মাসিক পত্রিকা যেখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ দর্শানো হয়েছে। এই পত্রিকার প্রতিবেদনের ভাষা সংবাদ পত্রের মতো নয়, বরং সাহিত্যের মতো খানিক। স্বনির্ভরশীল সাঁওতালদের ধান প্রভৃতি শস্যের লোভে কীভাবে অর্থগৃধ্নু, অধার্মিক, হিন্দু বণিকরা আড়ত স্থাপন করে অন্যায় ব্যবসায় তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে তার পরিচয় এই পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও মেলেনা। গ্রামবাংলার কৃষকদের উপর অত্যাচার বা নীলবিদ্রোহ নিয়ে কৃষক-দরদী লেখা মিললেও সাঁওতাল সম্পর্কে বাঙালি নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল তারা নির্দয়, নৃশংস, অত্যাচারী, অসভ্য জাতি। তাই তাদের অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে পাওয়া যায় না। লেখা হচ্ছে, - "নীচ শ্রেণীর হিন্দুবণিকগণের ন্যায় অধার্মিক লোক জগতে নাই। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে সহস্র পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ব্যবসায়ি বেশে অপরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। এই সকল নরপিশাচ প্রতারণার মায়ায় সাঁওতালগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। সাঁওতালগণ কলসীপূর্ণ ঘৃত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল, হিন্দু বণিকগণ ছিদ্রতল পাত্রে তাহা মাপ করিয়া প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিনিময়ে লবণ পাইবার আশায় সাঁওতালগণ শকট পূর্ণ ধান্য হইয়া আসিল, বণিকগণ গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রতারিত হইয়া সরল প্রকৃতিক সাঁওতালগণ মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। ব্যবসায় ব্যপদেশে এইরূপে সাঁওতালগণের শোণিত পান করিয়াও বণিকগণের অর্থ পিপাসার শান্তি হইল না। তাহারা অন্য উপায়েও সাঁওতালদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সাঁওতালের অর্থের প্রয়োজন হইত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

...বণিকদের দেয় ঋণের চড়া সুদ সাঁওতালদের জর্জরিত করলে বণিকরা আদালতের ডিক্রি নিয়ে এসে তাদের জমি অধিকার করত সে কথাও লেখা হচ্ছে। হতভাগ্য জানিত না যে, দয়াপরায়ণ ধার্ম্মিক হিন্দু তাহাকে যে দুশ্চেদ্য পাশে বদ্ধ করিল, তাহার জীবনান্তেও তাহা ছিন্ন হইবার নহে। এই সামান্য ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বদ্ধিতায়তন হইয়া যাবতীয় সম্পত্তি সহিত হতভাগ্য সাঁওতালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত সাঁওতাল যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তাহার পরিবারবর্গ অনশনে, বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যতই সঞ্চয়ের চেষ্টা করুক না কেন, যে মুহূর্তে সে তাহার বহু শ্রমার্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল, অমনি হিন্দু উত্তমর্ণ আদালতের আদেশে তাহার সমস্ত শস্য অধিকার করিয়া লইল। তাহাতেও ঋণ পরিশোধ হইল। না। কতক অংশ অবশিষ্ট থাকিল। জমি, শস্য, তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। পাঠক শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন, সাঁওতাল রমণীগণের একমাত্র আভরণ, কাঁসার অলঙ্কার, হিন্দুবণিকগণ জোর করিয়া শরীর হইতে কাড়িয়া লইতে লাগিল। মানুষের প্রাণে আর কত সহে? কৃষিজীবী অনেক সাঁওতাল জমি ছাড়িয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইরে বাধ্য হইল। যাহারা পলাইল না, তাহারা ঋণ পরিশোধের জন্য হিন্দুদিগের গৃহে দাসরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। দস অক্লান্তভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি ঋণ শোধের কোন উপায় হয় না। ঋণের যদি সুদ সুদের সুদ চলে, তবে কি সে ঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে? দাস যদি প্রভুর কার্য্য করিয়া অপর কোন কাজ করিয়ে প্রবৃত্ত হইল; সহৃদয় প্রভু অমনি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি সে পলাইয়া গেল, প্রভু অমনি আদালতের পিয়াদ দ্বারা তাহাকে ধৃত করাইয়া আনিয়া জেলে দিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অজ্ঞ সাঁওতাল নীরবে আবার দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিল।”[২৩]

তাদের মতে, সরকার যদি সাঁওতালদের দুরাবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহল হয়ে তাদের অসন্তোষগুলি মেটানোর চেষ্টা করত তবে এত অর্থনাশ ও রক্তপাত হত না।

সুতরাং বোঝা গেল উনিশ শতকের বাঙালি মণীষা যে দৃষ্টিতে কৃষকদের সমস্যাকে দেখেছে ও দেখাতে চেয়েছে তার অন্তত তিনটি নির্দিষ্ট প্রবণতা বর্তমান –

ক। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি মুগ্ধতা ও আনুগত্য - সংবাদপত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেনি। শিক্ষিত বাঙালির কাছে ইংরেজ ছিল আদর্শ শাসক। বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রসারের কারণে তো বটেই ব্রিটিশদের তারা ভারতবর্ষের রক্ষক হিসেবে ভাবতে দ্বিধা করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে অবশিল্লায়নের তত্ত্ব নাকচ করে লিখছেন, “ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত।”[২৪] সরকারি সংবাদপত্রগুলি তো বটেই, অনেক দেশীয় সংবাদপত্রও শাসকের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায়নি।

খ। জমিদারশ্রেণির প্রতি আনুগত্য - বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদারশ্রেণি তাই মহাজন সহ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিরোধিতা করলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে সরাসরি সরব হয়েছে খুব কম পত্রিকাই। আসলে কৃষকদের নিয়ে লেখা হলেও কৃষকরা যেহেতু এই পত্রিকার পাঠক ছিল না, জমিদার সহ কলকাতার নাগরিক সমাজ ছিল পত্রিকার মূল পাঠক- তাই তাদের চোখে জমিদারশ্রেনির ভাবমূর্তি বজায় রাখা ছিল সংবাদপত্রগুলির বিশেষ দায়। তাছাড়া জমিদারশ্রেণির অর্থ আনুকূল্যে চলা পত্রিকায় জমিদারেরই নিন্দে করা সম্পাদক ও লেখকদের পক্ষে কার্যত সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জমিদারি প্রথার অবসান সমর্থন করেননি।

গ। শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টি - আসলে লেখক ও পাঠক উভয়েই ছিলেন শিক্ষিত নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কেউই নিজেদের স্বার্থ রহিত করে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সমস্যা বুঝতে চায়নি। গ্রামীণ কৃষক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সবাই পিরামিডের শীর্ষস্তরগুলিতে বসে ভূমিস্তরে অবস্থানকারী কৃষকদের প্রতি দয়া ও করুণা নিক্ষেপ করেছেন। ফলে শ্রেণি দ্বন্দ্ব অত্যন্ত পরিমানে প্রকট হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সহ উনিশ শতকের সামগ্রিক সাহিত্যে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 78
Website: https://tirj.org.in, Page No. 705 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফলে, বোঝা যায় যাঁরা লিখছেন এবং যাঁরা পড়ছেন তাঁরা সবাই তুলনামূলক ভাবে সমাজের উচ্চকোটিতে বসে আছেন। তাই শ্রেণিদ্বন্দ্ব উনিশ শতকীয় সমাজে মেটেনা। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় বিশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক অবধি যখন মূলত কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'লাঙল', 'ধূমকেতু'র মতো পত্রিকার মাধ্যমে এক বাঁক বদল সূচীত হবে। ততদিনে রাজনীতির ছত্রছায়ায় কৃষক বিদ্রোহ রূপান্তরিত হয়েছে সুসংবদ্ধ কৃষক আন্দোলনে। কংগ্রেসী আন্দোলন সফল করতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পথে নেমেছে অসংখ্য কৃষক। বাংলার বুকে শিক্ষিত বাঙালি মণীষা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তেভাগা থেকে নকশালের মতো কৃষক আন্দোলন পরিচালনায়। তার আগে উনিশ শতকীয় সংবাদপত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষক সংকটের চিত্রটি যথার্থরূপে ধরা পড়ে না, কৃষক জীবনের সমস্যার সমাধান তাই অধরাই থেকে যায়।

Reference:

১. রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ২০১৮, পৃ. ৭৮
২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২৩৬
৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২৩৬
৪. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৫৮
৫. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৫৩
৬. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৭৪
৭. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২০৭
৮. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭৫
৯. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
১০. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৩২৮
১১. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১২
১২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭০
১৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
১৪. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৫. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৬. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৭. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭২
১৮. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৮২
১৯. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৮৮
২০. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৪
২১. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৯১
২২. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১১৬
২৩. বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালিসমাজ, দীপ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ২২১
২৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, "বঙ্গদেশের কৃষক", বাংলার জমিদার ও রায়তের কথা গ্রন্থ, কমল চৌধুরী (সম্পা.) দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৬৪